১৬-১২-১৭ প্রাত: মুরলী ওম্ শান্তি "বাপদাদা" মধুবন

"মিষ্টি বাচ্চারা -- তোমরা এখন জ্ঞানের তৃতীয় নয়ন প্রাপ্ত করেছ, তোমরা জানো যে প্রতি পাঁচ হাজার বছর পরে ভোলানাথ বাবার দ্বারা আমরা এই জ্ঞান শুনে মানুষ থেকে দেবতা হই ।

প্রশ্ন :- জ্ঞানের ধারণা না হওয়ার মুখ্য কারণ কি ?

উত্তর :- বুদ্ধি বিভ্রান্ত হতে থাকে । 'এক' - এর সাথে সম্পূর্ণ যোগ লাগে না । দেহী - অভিমানী না হওয়ার কারণে ধারণা হয় না । বাবা বলেন, বাচ্চারা, কারো সাথে বেশী ঘনিষ্ঠতায় যেও না । একজন আর একজনের নাম রূপকে স্মরণ কোরো না । এক বাবা, দ্বিতীয় আর কেউ নয় - এই পাঠই পাকা করে নাও, অন্যের পিছনে পড়ো না । বাবার থেকে রায় নিতে থাকো, এতে তোমরা দুঃখ থেকে মুক্ত হয়ে যাবে । ধারণাও ভালো হবে ।

গীত : - ভোলানাথের মতো অতুলনীয় আর কেউ নেই .....

ওম্ শান্তি । ভোলানাথ হলেন দাতা । ভোলানাথ তো শিববাবাকেই বলা হয় । ভোলানাথ অতীতেও ছিলেন। তিনি বরাবর খারাপকে ভালোতে পরিণত করে গেছেন । তিনি আদি - মধ্য এবং অন্তের রহস্য বলে গেছেন তাই ভক্তরা তাঁর বন্দনা করে । তোমরা বাচ্চারা জানো যে, যেই ভোলানাথের গায়ন হয়, যিনি খারাপকে ভালোতে পরিণত করেন, তিনি এখন আমাদের সামনে বসে আছেন । ভক্তরা ভগবানকে স্মরণ করে, তাঁর মহিমা কীর্তন করে আর বাবা এখন তাঁর অভিনয় করছেন । বাবা এসেই বাচ্চাদের তাঁর পরিচয় দিয়েছেন । বাচ্চাদের বুদ্ধিতে বসে গেছে যে, বাবা যা বোঝান তা বরাবর কল্পে কল্পে বোঝান । কল্প - কল্প এসে তিনি এই পতিত দুনিয়াকে পবিত্র করেন । এখন তিনি তাই করছেন । অনেকেই এখন তা জেনেছে । এখনো অনেকেই আছে যারা জানে না যে - আশীর্বাদী বর্সা নিতে হলে আগের কল্পের মতো এসেই নেবে । তোমরা আগে থোড়াই জানতে যে বাবা এসে আশীর্বাদী বর্সা দেবে । এখন তোমরা জেনেছো । বরাবর তিনি ভক্তের রক্ষক । তিনিই আদি - মধ্য এবং অন্তের জ্ঞান শোনান । তাঁকে জ্ঞানের সাগর বলা হয় । মনে এই কথাই হয় যে, বরাবর ইনিই ভারতে এসে জন্ম নেন । এনার জন্ম অলৌকিক, এমন গায়ন আছে । ইনি এসেই ভারতবাসীদের পতিত থেকে পবিত্র করেন । পতিত মানুষ যারা ডাকে তারা অবশ্যই বোঝে যে আমরা পবিত্র ছিলাম, এখন পতিত হয়েছি, আবার আমাদের পবিত্র হতে হবে ।

এখন বাবার দ্বারা তৃতীয় নয়ন প্রাপ্ত করার কারণে তোমরা এই সবকিছু বুঝতে পেরেছো । বাচ্চারা তোমাদের সারাদিন তোমাদের এই বিচার সাগর মন্থনই চলতে থাকে । সত্যযুগে পবিত্র কারা ছিলো ? বরাবর দেবী দেবতারাই পবিত্র ছিলো । সেই সময় অন্য কোনো ধর্ম ছিলো না । দেবতাদের চিত্রও ছিলো কিন্তু অন্য কোনো নাম ছিলো না । এমন বলা হতো না যে চিত্র নেই । শ্রী লক্ষ্মী দেবী আর শ্রী নারায়ণ দেবতা । এখন আর তারা নেই । যখন তাঁরা ছিলেন তখন অন্য কোনো ধর্ম ছিলো না । বাচ্চারা তোমাদের বুদ্ধিতে আছে যে, বাবা আমাদের সত্য কথা শোনান । তাই মানুষ বলে যে এই জ্ঞান তো আমরা আগে শুনি নি কেননা তারা তো এই নাটকের রহস্যই জানে না । তোমরা বলবে যে, এ তো আমরা কল্প - কল্প ধরে শুনে এসেছি । পাঁচ হাজার বছর আগে এই কথা কি শোনাই নি ? তাহলে কেন এই কথা বলো যে, আগে কখনো শুনি নি । আগের কল্পে যিনি শুনিয়েছিলেন তাঁর

দ্বারাই তোমরা আবারও শুনছো । খুব ভালোভাবে বোঝানোর দরকার । তোমরা তো পাঁচ হাজার বছর আগেও এই জ্ঞানের কথা শুনেছিলে । দেবতাদের পাঁচ হাজার বছর পূর্ণ হয়েছে । তাঁদের মানুষ থেকে দেবতা কে বানিয়েছিলেন ? এখনো সেই বাবাই আবার তাঁদের বানাবেন । পাঁচ হাজার বছর পরে আবার বাবাকেই আসতে হয় । রাবণের দ্বারা যারা পতিত হয়েছে তাদের পবিত্র করার জন্য । হিস্ট্রি - জিওগ্রাফী অবশ্যই রিপিট হয় । এও তোমরা বুঝতে পারো যে হিস্ট্রি - জিওগ্রাফী রিপিট হয় । সত্যযুগের পরে ত্রেতা .....এইভাবে চক্র লাগায় মানুষ । এখন কলিযুগের শেষ সময় । একদিকে বিনাশের জ্বালা প্রজ্জ্বলিত অন্যদিকে বাবা এখন এসেছেন নতুন দুনিয়ার স্থাপনের কারণে । এ সেই মহাভারতের লড়াই । বুঝতে পারো যে এতেই মানুষের দুনিয়ার বিনাশ হয়ে যাবে । এ সবাই বুঝতে পারে । পুরানো দুনিয়ার বিনাশ দেখতে আসে । এই মহাভারী মহাভারতের লড়াই পাঁচ হাজার বছর আগেও হয়েছিলো । লাখ বছরের কোনো কথা নয় । এই ভারতই স্বর্গ ছিলো । এই দেবতাদেরই রাজ্য ছিলো । এনারা সত্যযুগের মালিক ছিলেন। চিত্র দেখিয়েও ভালোভাবে বোঝানো হয় তাই এই লক্ষ্মী - নারায়ণে ইত্যাদির চিত্র বানানো হয়েছে । এমনিতে লক্ষ্মী - নারায়ণের চিত্র ভারতে অনেক, তবুও আমরা বানাই, কেন ? আমরা অর্থ সহিত বানাই । এতে সম্পূর্ণ জ্ঞান আছে । মানুষ তো দ্বিধায় থাকে তাই বোঝানো হয় - সত্যযুগে এনাদের রাজত্ব ছিলো । তখন খুব অল্প মানুষ ছিলো যারা সেই যুগ কাটিয়ে এসেছেন তারাই আবার পুনর্জন্মে এসে পবিত্র থেকে পতিত হবেন । এই দুনিয়া এখন তমোপ্রধান এরপর পবিত্র হতে হবে । বোঝানো তো খুবই সহজ । বাবা বলেন, আমি তোমাদের পাঁচ হাজর বছর আগের কাহিনী শোনাচ্ছি । অনেকদিন আগের .....এখানে এই লক্ষ্মী - নারায়ণের রাজত্ব ছিলো অথবা ক্রাইস্টের তিন হাজার বছর আগে সত্যযুগ ছিলো । স্বর্গের গড ফাদার স্বর্গ স্থাপন করেছিলেন । ভারতকে বলা হয় প্রাচীন দেশ, এখানে দেবী - দেবতারা রাজত্ব করতেন । গড কৃষ্ণ, গডেস রাধা বলা হয় । রাধা - কৃষ্ণ, লক্ষ্মী - নারায়ণ সত্যযুগে ছিলেন, এরপর রাম - সীতা ত্রেতায়, পাঁচ হাজার বছরের হিসেব - নিকেশ পরিষ্কার । যখন তাঁদের রাজত্ব ছিলো তখন বাকি সমস্ত আত্মারা মুক্তিধামে ছিলো । আত্মা তো অবিনাশী । আত্মার কখনোই বিনাশ হয় না । এই ড্রামাও অবিনাশী । আত্মা ৮৪ জন্মের এই অবিনাশী পার্ট পেয়েছে । এমন ছোটো আত্মাতে সমস্ত পার্ট ভরা আছে । এ কতো আশ্চর্যের কথা, একেই প্রকৃতি বা ঈশ্বরের খেল বলা হয় । কত ছোটো বিন্দু, তাতে ৮৪ জন্মের পার্ট, পাঁচ হাজার বছরের পার্ট এই বিন্দুতেই ভরা আছে । এও অবিনাশী, যা অবশ্যই রিপিট হয় । এ হলো অনেক বড় প্রাকৃতির খেলা । পরমাত্মাও যেমন বিন্দু, আত্মাও তেমনই বিন্দু । কিন্তু পরমাত্মা হলেন সুপ্রীম । আত্মারা তো সবাই একরকম নয় । তারা নম্বরের ক্রমানুসারে হয়ে থাকে । প্রথমে সুপ্রীম শিববাবা তারপর বলা হবে লক্ষ্মী - নারায়ণ । ব্রহ্মা - সরস্বতীকে সুপ্রীম বলা হবে না । লক্ষ্মী - নারায়ণ হলো সম্পূর্ণ তারপর নম্বর অনুসারে একে অন্যের পিছনে আসতে থাকে । মুখ্য গায়ন হলো দেবতাদের । সবথেকে সুপ্রীম আত্মা শিববাবার, তারপর সূক্ষ্মবতনে ব্রহ্মা - বিষ্ণু এবং শঙ্কর, তারপর লক্ষ্মী - নারায়ণ, রাম - সীতা সবাই একের পর এক । নাটকেও অভিনেতারা ক্রমানুসারেই থাকে । সবাই একরকম হয় না । বলা হবে, এর আত্মা সুপ্রীম অভিনেতা, আবার এ হলো পাই পয়সার অভিনেতা । সবথেকে একনম্বর সৃষ্টিকর্তা এবং নির্দেশক কে ? সর্বময় কর্তা হলেন এক পরমপিতা পরমাত্মা । এখন তোমরা সম্পূর্ণ নাটকের রহস্য জেনে গেছো । এ হলো বেহদের ড্রামা, তোমাদের সংক্ষেপে বোঝানো হয় । ঝাড়ের এই দেবী - দেবতা ধর্ম হলো ভিত । তারপর সেখান থেকে শাখাপ্রশাখা হিসেবে ইসলামী, বৌদ্ধ এবং খৃস্টান ধর্ম বের হয়েছে । এ এক ফুলদানীর মতো । এই ঝাড়ই সঠিক । বাকি এক এক ধর্মের পাতার গণনা করলে কতো হবে । ইসলামী, বৌদ্ধ সকলেরই ধর্মমত এবং সম্প্রদায় আলাদাকরে গণনা করা হয় । শিব ভোলানাথ এই জ্ঞান শোনান । বাকি ডমরু

ইত্যাদি বাজাবার কোনো কথা নেই । শাস্ত্রে যা মনে এসেছে তাই লিখে দিয়েছে । বাস্তবে হলো জ্ঞানের ডমরু, একে শঙ্খধ্বনিও বলা হয় । শঙ্খধ্বনি মুখের দ্বারা করা হয় । এ হলো জ্ঞানের মুরলী । বাবা এই ড্রামার আদি - মধ্য এবং অন্তের রহস্য বসে শোনান । আত্মা হলো বিন্দু সদৃশ, যাতে সারা পার্ট নিহিত রয়েছে । বাবা হলেন সৃষ্টিকর্তা । তিনি অভিনয়ও করেন । সবথেকে ভালো পার্ট তাঁর । নম্বরের ক্রমানুসারেই তো হয়, তাই না । এই এক বাবাই হলেন সৃষ্টিকর্তা আর সকলেই পুনর্জন্মে আসে । ইনি কখনোই পুনর্জন্ম নেন না । এনার জন্ম হলো অলৌকিক । তোমরা জানো যে কিভাবে তিনি এসে প্রবেশ করেন । অন্য আত্মারাও তো এসে শরীরেই প্রবেশ করে । মনে করো কারোর স্ত্রীর আত্মা কারো মধ্যে প্রবেশ করলো । সে বললো আমি সুখী । কিন্তু তার শরীরকে তো আলিঙ্গন দিতে পারে না কারণ শরীর অন্যের । মনে হয়, এ আমার স্ত্রীর আত্মা, একে ডাকা হয়েছে । এমনভাবে অনেককেই ডাকা হয় । এখন তমোগুণী হয়ে গেছে তাই সঠিক বলতে পারে না । আত্মা কি জিনিস, কিভাবে সে আসে আর যায় । এটা এই নাটকে আগে থেকেই লিপিবদ্ধ আছে । এমন নয় যে আত্মা বেরিয়ে এখানে চলে আসে । আত্মা মরে যায় ? তাও না । বাবা বলেন, মনোকামনা পূরণ করানোর জন্য আমি যে সাক্ষাৎকার করাই তাও এই নাটকেই লিপিবদ্ধ আছে । তখন তাই হয় । প্রতি সেকেন্ড যে চলে যাচ্ছে তাও এই নাটকেই লিপিবদ্ধ । এ হলো বেহদের নাটক । বাবা হলো বিন্দু । এই বিন্দুকেই ভোলানাথ বলা হয় । এ কত আশ্চর্যের । বাবাও বলেন, আমি বিন্দুর মধ্যে কত পার্ট রয়েছে । এই কথা নতুন কারোর বুদ্ধিতেই বসে না । পুরানোদের মধ্যেও অনেকে বুঝতে পারে না । তাই কাউকে বোঝাতে গেলে দ্বিধায় পড়ে যায় যেমন রেডিওতে কোনো কথা বলতে গেলে দ্বিধায় পড়ে । এতে মুরলী অনেক ফুর্তির সঙ্গে চালাতে হবে । ওরা পড়ে শোনায় । এ হলো ওরালী । বাবাও সবকিছু ওরালী শুনিয়ে থাকেন । তোমাদের বুদ্ধিতে এখন ধারণা হচ্ছে । আগের কল্পেও তোমরা ধারণা গ্রহণ করে অনেক মানুষকে শুনিয়েছিলে । তারপর সেই জ্ঞান সমাপ্ত হয়ে গিয়েছিলো । এখন আবার তা রিপিট হবে । এই জ্ঞান কোনো সাধু - সন্তদের বুদ্ধিতে নেই । তারা পরমাত্মাকে সঠিক জানে না । তারা বলে দেয় আত্মা পরমাত্মার সঙ্গে মিশে যাবে । কিভাবে মিশে যাবে ? এখন তোমাদের আত্মা জেনেছে যে আমাদের বাবা এসেছে । তিনি আমাদের জ্ঞান দিচ্ছেন । এরপর আমরা বাবার সাথে ঘরে ফিরে যাবো । এ বাচ্চারা তোমাদের রুহানী নেশা । এ হলো তোমাদের প্রবৃত্তি মার্গ । অনেকেই তোমাদের বলে যে তোমরা তো কুমার অথবা কুমারী । তোমাদের বিকারের অনুভবই নেই । আমরা তো গৃহস্থ জীবনে বিকারের মধ্যে থাকি । তোমরা আমাদের এই জ্ঞান কিভাবে দিতে পারো ? আমরা তো যুগল, আমাদের ব্যচেলর কিভাবে বোঝাতে পারবে ? আমাদের তো যুগলই বোঝাবে যে অনুভবী । যারা বিকারে গিয়েছে, তারাই আমাদের বোঝাতে পারবে যে আমরা এইভাবে জয় করতে পেরেছি । বাবার কাছে এমন এমন পত্র আসে । কথা তো ঠিকই, এখন এমন অনুভবীকে দিয়ে পত্র লেখানো উচিত, যারা বিয়ে করেও পবিত্র আছে । কারোর আবার সন্তান আছে, তারপর পবিত্র হয়েছে । এমনভাবে আমাদের বোঝাও । জ্ঞান তো খুবই ভালো । কিন্তু কেউ তীক্ষ্ণভাবে বোঝাতে না পারলে আমি দ্বিধাগ্রস্থ হয়ে পড়ি । অনেক বিষয়ই সামনে আসে । তাহলে অনুভবী বোঝানোর লোক দরকার । এখন পত্রের দ্বারা তো কাউকে এমন বোঝাতে পারবে না । সামনে এসে দেখা করলে বাবাও বুঝিয়ে দেবেন । এমন অনেক যুগল আছে যারা নিজের অনুভব শোনাতে পারবে যে আমরা এমন প্রবৃত্তি মার্গে থেকে শ্রীমতের সম্পূর্ণ পালন করছি । খাবার - দাবারেরও সম্পূর্ণ সতর্কতা থাকা দরকার । বোঝানোর সঠিক লোক না থাকলে মানুষ ঝিমিয়ে পড়ে । সেবার জন্য বুদ্ধি থাকার প্রয়োজন । দেহী - অভিমানী হতে হবে । কোনো ঘনিষ্ঠতায় আসা উচিত নয় । অনেক পরিশ্রমের প্রয়োজন । মায়া প্রতি মুহূর্তে ফাঁসিয়ে দেয় । কর্মাতীত অবস্থা এখন হবে না । অনেকেই একজন অন্যজনের নাম - রূপে

আটকে যায় । তারপর বাবাকে লেখেও না যে বাবা এমন এমন তুফান আসে । তারা সত্যিকথা বলে না । বাবাকে বললে বাবা যুক্তি বলে দেবে । কেউ কেউ সত্য কথাও বলে । শিববাবা তো সবকিছুই জানেন । তিনি বলেন, এমন কোনো চালচলন হলে ধর্মরাজের কাছে অনেক দণ্ড ভোগ করতে হবে । সারাদিন নানা খেয়াল চলতে থাকে । সেন্টারে আসে । বলে যে অমুকে খুব ভালো বোঝায় । কিন্তু ভিতরে দুর্বুদ্ধি থাকে । এখানে তো একের সাথে যোগ লাগাবার প্রয়োজন । বাবা ছাড়া দ্বিতীয় আর কেউ নয় । কেন অন্যের পিছনে পড়ে আছো ? ধারণা না হলে বুদ্ধিও বিভিন্ন জায়গায় ঘুরতে থাকে তখন রায়ও জিজ্ঞেস করে না । ভয় পায় । বাবা বলেন আমাকে স্মরণ করো । এই স্মরণের দ্বারাই তোমাদের বিকর্মের বিনাশ হবে । দুঃখ থেকে তোমরা মুক্ত হয়ে যাবে । মুক্তি তো সবাই চায় । দুঃখ থেকে মুক্ত হবে তারপর সুখের দুনিয়ায় আসবে । জীবনমুক্তি সকলের জন্য । কিন্তু প্রথমে মুক্তিতে গিয়ে তারপর জীবনমুক্তিতে আসতে হবে । আচ্ছা ।

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা - পিতা, বাপদাদার স্মরণ - ভালোবাসা এবং সুপ্রভাত । রুহানী বাবার রুহানী বাচ্চাদের নমস্কার ।

ধারণার জন্য মুখ্য সার :--

১) বাবার মতো জ্ঞানের শঙ্খধ্বনি করতে হবে । কেবল পড়ে শোনালেই হবে না । নিজে ধারণ করে অন্যকে বোঝাতে হবে ।

২) খাওয়া - দাওয়াতে অনেক সতর্কতা রাখতে হবে । শ্রীমতের পালন করে প্রবৃত্তিতে থেকে কিভাবে পবিত্র থাকতে হয়, সেই অনুভব অন্যকে শোনাতে হবে ।

বরদান :- সঙ্গমযুগের গুরুত্বকে জেনে স্নেহের অনুভূতিতে মিশে গিয়ে সম্পূর্ণ জ্ঞানী - যোগী হও ।

সঙ্গম যুগ হল পরমাত্ম স্নেহের যুগ । এই যুগের গুরুত্বকে জেনে স্নেহের অনুভূতিতে বিলীন হও । স্নেহের সাগর এখন স্নেহের হীরে, মোতিতে থালা ভরপুর করে দিচ্ছেন, তাই নিজেকে সদা ভরপুর করো । অল্প অনুভবে খুশী হয়ে যেও না, সম্পন্ন হও । এই পরমাত্ম প্রেমের হীরে - মোতি হলো অমূল্য, এতেই সর্বদা সজ্জিত থাকো কেননা এই স্নেহই হলো যোগ, আর এই স্নেহে বিলীন হওয়াই সম্পূর্ণ জ্ঞান । এমন রুহানী স্নেহের সদা অনুভবকারীই হলো সম্পূর্ণ জ্ঞানী আর যোগী ।

স্লোগান :- যে ব্যর্থের অনুভবের ঊর্ধে থাকে সে-ই মায়াজিত হতে পারে ।